চুনতি রজনী

বিচিত্র কাহিনী - ৪

রামু ধোপার অতৃপ্ত আত্মা

প্রতিদিনের মতো সে দিন ও অফিস সেরে বাড়ী ফিরছিলেন ব্যাংকার জনাব শফিক আহমেদ চৌধুরী। তিনি অগ্রণী ব্যাংক' আজিজ নগর (লামা, বান্দরবন) শাখার ব্যবস্থাপক। আজিজ নগর' চুনতি বাস নিয়মিত না হওয়াতে ফিরতে আজও রাত প্রায় নয়টার কাছাকাছি হয়েছে।

আজ আবার কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। যথারীতি বিপদে পড়লে যা হয়, শাহ্ গেইটে কোন রিক্সা নেই। বাধ্য হয়ে তিনি পায়ে হেঁটেই প্রায় এক কিলোমিটারের যাত্রা শুরু করলেন।

বটতলীর পরে আকা বাঁকা খাড়া পথ। বাম পাশে পাহাড়ের উপর গভীর ঝোপ জঙ্গল। শুকনো পাতার উপর নিশাচর কোন জন্তুর সন্তর্পনে হেঁটে যাওয়ার শব্দ। ঝিল্লীর একটানা ঝিঁঝিঁ ডাক। বাবা লোকনাথ ধমের মুখে রাস্তা পারাপারের প্রস্তুতি নিচ্ছে ধূর্ত এক শিয়াল। ছোট ঝোপে লুকিয়ে আছে কোন নিশাচর- অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে কৌতুহলী দু'টি চোখ !

আজ কেন জানি লুবনার কথা বেশ মনে পড়ছে। পাশাপাশি বাসায় বেড়ে উঠা দু'টি মন যখন একত্র হয় কিছু বলতে চায়' তখনি দেশীয় পারিবারিক কুসংস্কার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ভেঙ্গে দেয় স্বপ্ন' খোয়াব ঝরে পড়ে- জীবন হয় শুকনো পাতার মতন বিবর্ণ বিবস।

বীণা শ্যামলা হলেও মায়াবর্তী। ঘর গৃহস্থালীতে অত্যন্ত পটু। তদুপরি তার অসম্ভব স্বামী ভক্তি। মাঝে মাঝে শফিক সাহেব নিজেই বিরক্ত বোধ করেন। আরে বীণা করছো কি? আমি কি তোমার গুরু মশাই নাকি?

তবে কি বয়সের পার্থক্যের কারণে এই ভক্তি? না কি বীণা পুরানো বিশ্বাসের নারী-

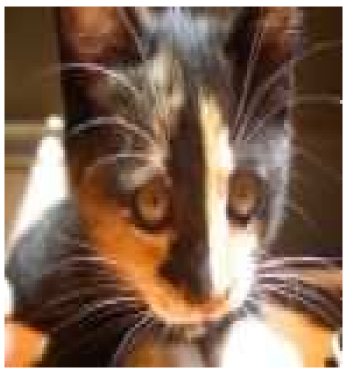

কাজ শেষে ফিরিবে স্বামী
আয়নার সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে
পরিপাটি করে আপনায়
কালো চোখেতে উঠে আসে
কালো কাজল
শান্ত দীঘিতে নামে অচেনা পরশ
শির শির করে আনচান মন
অতঃপর -
আঁচল দিয়ে মোচে সযত্নে স্বামীর ঘাম
পতিধন বড় ধন
যদিও নেই কোন রক্তের বাঁধন !

ভাবনায় ছেদ পড়ে। পেছন পেছন কেউ আসছেন। স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে পায়ের থপ থপ শব্দ। তবে কি ভয় পেয়ে কেউ দৌড়িয়ে আসছেন?

পলকে পেছনে তাকান শফিকুর রহমান। এবঙ নির্বাক হয়ে যান।

নুয়ানো পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি দীর্ঘ
শরীরে ছিটে ফিটে মাংস ও নেই
গর্তের মধ্যে দু'টি চোখ
নিস্প্রাণ নিথর
কঙ্কালের মুখেতে বিষন্ন হাসি !

: এই ব্যাটা হতছাড়া' পাজী আমার পিছনে লেগেছিস কেন ?
: কর্তা আমায় চিনতে পারেনি, আমি রামু।
: তুই তো তিন বছর আগে কলেরায় মরেছিস, তবে কি....
: জ্বী কর্তা' আজ আমি অতৃপ্ত আত্মা' আমায় শশ্মানে না তুলে
না করে মুখাগ্নি' ধর্মীয় প্রথা সব মরণের পর
না গেড়ে আ-বক্ষ মাটিতে' যেন তেন ভাবে পোড়ানো হয়েছে।
: আমি তো মুসলিম' বল তোর জন্য কি করতে পারি ?
: আমার সাবেক স্ত্রী' নও মুসলিম' প্রাক্তন হিন্দু কন্যা
রূপসী শান্তি রানী জোছনা' যেন ক্ষমা করে মোরে।
পুত্র সমীরণ ও জাত দিয়েছে'
পুত্র বিকীরণ নিখোঁজ রয়েছে।
মা সিংহ বাহিনী' আমি ছিলেম অস্পৃশ্য নিচু জাত
মা দূর্গতি নাশিনী' অসুরকে ও তোমার পায়ে দিয়েছো ঠাই !
শত বছর সাধনা করে রাক্ষস রাজ রাবণ
বর পুত্র হয়েছে নারায়নের !
ঐ রাক্ষসরাজ ভিখারী বেশে গোলকে টুকে
অপহরণ করেছে সীতারে!
সতী সাধ্বী পতিপরায়ণাকে আটকিয়েছে
লংঙ্কার ঘোর গহীন অরণ্যে।

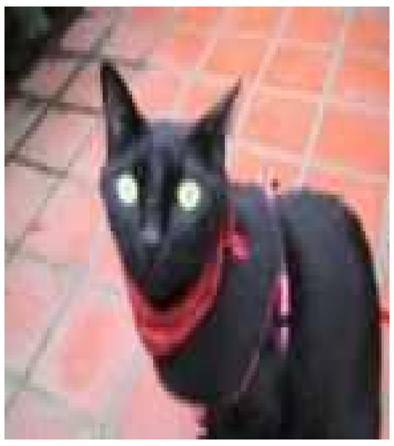

: 'একি শুনছি আমি, নিঃসন্দেহে দুষ্ট জ্বীনের ধোঁকায় পড়েছি ! মৃত মানুষের তো রোজ কিয়ামত ছাড়া কখনো পূর্ণজন্ম হবে না। কবরে শুধু সওয়াল জবাবের জন্য জাগরিত করা হলেও শারিরিক আকৃতি নিয়ে সে তো আলোর পৃথিবীতে অতৃপ্ত আত্মা হয়ে আসতে পারবে না।'

.ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান শফিকুর রহমান ধমকিয়ে উঠেন- খবিস জ্বীন অনেক হয়েছে এবার তোর নাফরমানী থামা।
মুর্হূতে বদলে যেতে থাকে কঙ্কালের শরীর, অতিকায় দৈত্য' বিশাল বক্ষ বাহু অগ্নিঝরা চক্ষু !

বিস্মিল্লাহ বলে আয়াতুল কুরসি শুরু করলেন ব্যাংকার শফিকুর রহমান। দৈত্যের শরীর অল্প অল্প কাঁপছে, খাবি খাচ্ছে যেন তাকে কোন কুস্তিগীর আপারকাট থ্রো করেছে !

মিউ! মিউ! মিউ! এক অতিকায় কুঁচকুঁচে কালো বিড়াল, বুকের নিচে লেজ গুটিয়ে বাধ্য ছেলের মতো মাথা নুয়ে আছে !
- যা খবিস দুষ্ট জ্বীন আল্লাহর ওয়াস্তে তোকে মাফ করে দিলাম।

মহান রাব্বুল আলামীনের শোকরানা আদায় করতে করতে' প্রশান্ত মনে বাড়ীর সামনে এসে ডাক দিলেন -কই মা ঝিনু' দরজা খোল।

....